দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..15 JAN 2016...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...6...

বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বুক স্টল না থাকাটা অনাকাঙ্ক্ষিত

শাহলা শাহনাজ দ্যুতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পড়াশোনা বা জ্ঞানচর্চা শব্দগুলো সরাসরি জড়িত। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলা, সমাবেশ সংগঠন বা রাজনীতি করার পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক কাজ হলো পড়াশোনা। আর এটা শুধু কাজই নয় দায়িত্বও। তবে পড়াশোনা শুধুই যে পাঠ্যবই কেন্দ্রিক হয় তা নয় বরং এর বাইরেও পড়া হয় বিভিন্ন ধরনের বইপত্র। বই পড়ার অভ্যাস তখনই বেশি গড়ে ওঠে যখন হাতের কাছেই মেলে প্রয়োজনীয় ও পছন্দসই বইয়ের সন্ধান। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সবসময় সব বইয়ের জোগান দিতে সক্ষম নাও হতে পারে। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকা উচিত বইয়ের দোকান—যেমনটি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির ভেতরে।

বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত এবং একমাত্র আবাসিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার অদূরে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পনেরো হাজারের বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোনো ভালো বইয়ের দোকান বা বুক স্টল। এখানে যদি নিজস্ব খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম এমনকি বিজ্ঞান কারখানা থাকতে পারে তবে বুক স্টল কেন নয়? আর এই দোকান স্থাপনের উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয়তা একজন সাধারণ বই বিক্রেতার চাইতে প্রশাসনেরই বেশি অনুভব করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলে পাশে একটি কি দুটি বইয়ের দোকান অনেক চেষ্টায় চোখে পড়বে হয়ত। কিন্তু দোকানের ভেতরে গেলে দেখা যাবে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে প্রতিটি তাকে শুধুই জিআরই, আইইএলটিএস এবং বিসিএস-এর বই সাজানো। বিভাগের পাঠ্যবই থেকে শুরু করে অন্য যেকোনো ধরনের বই সেখানে অনুপস্থিত। আর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংকট রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই। কিন্তু এই বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষকের পড়াশোনা, গবেষণা ইত্যাদি কাজের জন্য ইংরেজি-বাংলা সকল ভাষারই বই প্রয়োজন। তাই বাধ্য হয়ে জ্যাম ঠেলে তাদের যেতে হয় ঢাকার নীলক্ষেত, আজিজ সুপার মার্কেট বা অন্য কোনো বইয়ের দোকানে। অনেক ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, আসন্ন পরীক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে বই কিনতে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কোনো বইয়ের অভাবে যদি একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বা পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে তবে এর দায়ভার কি পুরোটাই ছাত্র-ছাত্রীর? বিশ্ববিদ্যালয় কি এখানে কিছুই করতে পারে না?

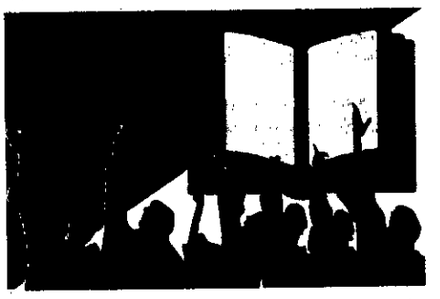

ঢাকার অদূরে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পনেরো হাজারের বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোনো ভালো বইয়ের দোকান বা বুক স্টল। এখানে যদি নিজস্ব খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম এমনকি বিজ্ঞান কারখানা থাকতে পারে তবে বুক স্টল কেন নয়?

এতগুলো বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনের রদবদল হয়েছে, শিক্ষকগণের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুখ্যাতি পেয়েছেন, সাবেক ছাত্ররা দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন। এমনকি দেশের প্রথম নারী উপাচার্যও এখানে নির্বাচিত হয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আরও অনেক গর্ব করার মতো বিষয় পাওয়া যাবে। কিন্তু এরপরেও পরিতাপ নিয়ে বলতে হয়, কোনো পক্ষ থেকেই এখানে বুক স্টল নির্মাণ নিয়ে দৃশ্যত কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। আদৌ এখানে বইয়ের দোকান হবে কিনা কিংবা হলেও কবে হবে এ ব্যাপারে কারোরই বোধহয় কিছু জানা নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বইয়ের দোকান তৈরির মতো বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকেই নিতে হয়। কারণ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়ত এক দুইটি দোকান দিতে পারে। কিন্তু সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী সব বই না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এখানে বড় পরিসরে বিভিন্ন রকম বই দিয়ে যদি দোকান স্থাপন করা যায় তবে তা শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় বরং এর কাছাকাছি অবস্থিত গণবিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন সংস্থার শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের বই পড়া ও কেনায় আগ্রহী করে তুলতে পারে।

তাই লাইব্রেরিতে বই সংকটের সমাধান পুরোটা না হলেও অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব যদি এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করা হয় পূর্ণাঙ্গ বইয়ের দোকান। সবগুলো বিভাগের সিলেবাসভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বই দিয়ে যদি সাজানো যায় দোকান তবে অর্থ, সময় ও শক্তি খরচ করে অন্তত যাতায়াতের পরিশ্রমটা কমবে। তাছাড়া বইপত্রের কাছাকাছি থাকলে শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাসটাও ভালোভাবে গড়ে উঠতে পারবে। আর শুধু জাহাঙ্গীরনগর নয় যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব বুক স্টল থাকাটা সবারই কাঙ্ক্ষিত। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে নেয়া প্রয়োজন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এত পুরনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কোনো বই, পত্রিকার ও ম্যাগাজিনের দোকান নেই। সেখানে পত্রিকা কিনতে হলে যেতে হয় শহরে। অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থাকতে হবে হাতের নাগালে। এই পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরের পর বছর ধরে পত্রিকা কিংবা বইয়ের দোকানের অনুপস্থিতি কি প্রজন্মকে স্খলনের দিকে চলে যেতে সাহায্য করছে না? তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই উদ্যোগী হতে হবে এ ব্যাপারে।

● **লেখক : শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**